REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩রা শ্রাবন বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 19th July 1933 | ৮ম সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্ট, প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাইপ প্রভৃতি উচিত মুল্যে বিক্রয় করি ও ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং

৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা বড়বাজার।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৯ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এল, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মুল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷৵০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫॥০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

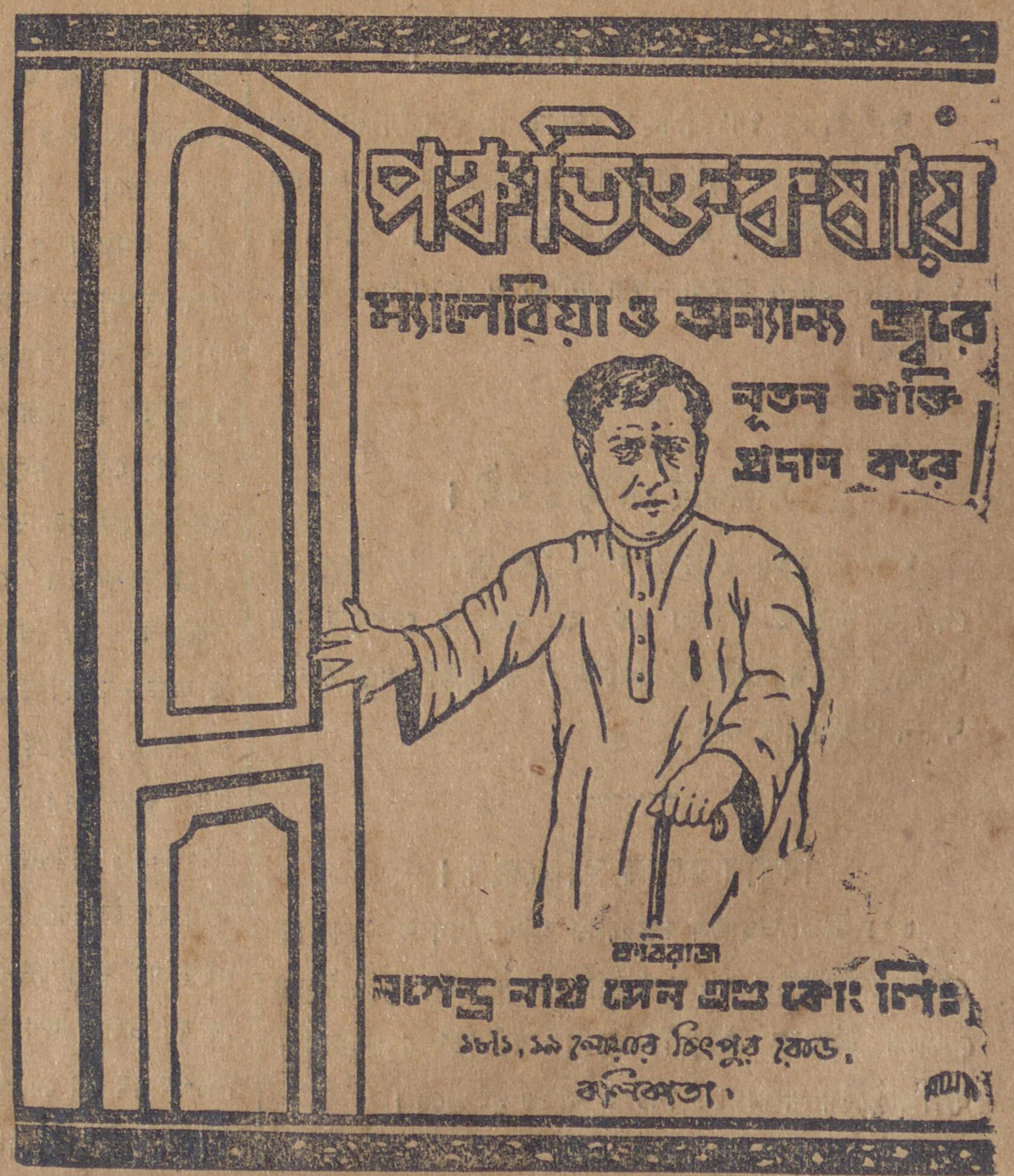

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩রা শ্রাবণ বুধবার ১৩৪০ সাল।

৪৫ হাজার টাকা চুরি।

কলিকাতা কটন ষ্ট্রীটে মেসার্স হাজারী মল হীরালালের গদীতে ৪৫ হাজার টাকা চুরি করার অপরাধে বিশ্বেশ্বর সোনারের কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার চলিতেছে। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

মুসলমান বালিকা হরণের মামলা।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা বিজয়গঞ্জ থানার এলাকায় ১৪ বৎসরের বিবাহিতা মুসলমান বালিকা নসিরণ বিবিকে চুরি করায় বর্দ্ধমানে সহকারী দায়রা জজের বিচারে ৪ জন আসামীর দণ্ড হইয়াছে। জুম্মতের ৫ বৎসর এবং ইজ্জত সেখ, অম্বর সেখ ও খোরসেন মোল্লার তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

বেলডাঙ্গার জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

গত ১০ই জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা কর্তৃক আহূত কলিকাতা এলবার্ট হলে এক জনসভায় বেলডাঙ্গার দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য প্রদানের জন্য সকলের নিকট অর্থ প্রার্থনা করা হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অবিবাহিতা বালিকার আত্মহত্যা।

কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে রেবা মিত্র নাম্নী এক ১৮ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা বাঙ্গালী বালিকা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে রাত্রিতে মাতার শয্যায় শুইয়াছিল। মাতা নিদ্রিতা হইলে সে বাহিরে যাইয়া বারান্দায় আত্মহত্যা করে। রূপের অভাবে বিবাহের অসুবিধার জন্য সে আত্মহত্যা করিল।

লটারী অফিসে খানাতল্লাস।

কলিকাতা ৭নং ক্লাইব রোডে ফিনিক্স সিণ্ডিকেটের এজেণ্টের অফিসে আইরিশ হাসপাতাল সুইপ ও কেমব্রিজ সায়ার সুইপের টিকিট বিক্রয় হইতেছিল। পুলিশ ঐ স্থান খানাতল্লাস করিয়া সকল টিকিট ও কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে।

মালদহে দেবমূর্ত্তি নষ্ট।

মালদহ সহর হইতে ৯ মাইল দূরে জামালপুরের গৌরাঙ্গ দেবের মন্দিরে কে বা কাহারা দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছে। মন্দিরটী বহু প্রাচীন। দুর্ব্বৃত্তদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ।

৮৭১ টাকা তহবিল তছরূপের অভিযোগে কলিকাতাস্থ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেডের কেরাণী শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীর কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

মাহিষ্য জাতির সভা।

বিগত ২রা আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যায় মাহিষ্য জাতির উন্নতিসাধনকল্পে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর সাবডিভিসানের অধীন আহিরণ গ্রামে শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দাস জমিদার মহাশয়ের ভবনে জঙ্গিপুর ও লালবাগ সাবডিভিসানের মাহিষ্য বর্গের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় জঙ্গিপুর কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির ও আহিরণ নিবাসী মাহিষ্যপুরধা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভারতী মহাশয় সভাচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভারতী, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত সত্যবান দাস ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়গণ নানাবিধ যুক্তি তর্কের দ্বারা মাহিষ্য জাতির অশৌচপালন, উপনয়ন, বিধবা বিবাহ প্রচলন ও অন্যান্য বিষয়ের বিশদরূপে আলোচনা করেন। পরে স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নারায়ণ সরকার মহাশয় স্মৃতি, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে মাহিষ্য জাতির ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশাশৌচপালন, উপনয়ন ও হিন্দুজাতির বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত মাহিষ্য মহোদয়গণের উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলে ৪ খানি গ্রামের প্রতিনিধি ব্যতীত ৪০ খানি গ্রাম হইতে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ সকলেই দ্বাদশাহে অশৌচপালন, উপনয়ন ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে সম্মতি প্রদান করেন। তাহার পর ৩০ জন সভ্য লইয়া "আহিরণ মাহিষ্য সমিতি" নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতির শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দাস প্রেসিডেণ্ট, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ভাইস প্রেসিডেণ্ট, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ সরকার সেক্রেটারী ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস সহ-সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হন। সভা ভঙ্গের পর গোবিন্দ বাবু সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ভুরিভোজনে পরিতুষ্ট করেন।

বিনীত—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস,
সাং রাজানগর, পোঃ গণকর
জেলা মুর্শিদাবাদ।

আইন-অমান্য ও সরকার।

যাহাতে আইন-অমান্য আন্দোলন নষ্ট হয়, সেজন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, ইহাও বলা যায়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সরকার কেন এই আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিলেন? তাহার উত্তরে বলা যায়—সরকার দেশের লোকের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্যই তাহা করিয়াছেন। দেশের লোক যদি আইন মানিয়া না চলে, তবে সমাজে শৃঙ্খলা এবং শান্তি থাকে না। যাঁহারা এদেশে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন—তাঁহারা এই আন্দোলনকে কিছুতেই হিংসার পথে যাইতে দিবেন না। কিন্তু তাঁহারা যাহাই কেন বলুন না, আইন অমান্য করিবার প্রবৃত্তি যখন ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহাকে হিংসার পথ হইতে দূরে রাখা অসম্ভব। যে জনসাধারণকে লইয়া এই আন্দোলন সফল করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেই জনসাধারণ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ—তাহারা যে হিংসা ত্যাগ করিয়া আইন ভাঙ্গিবে—সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করিবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। দেশে তাহাই দেখা গিয়াছে। আর সেইজন্যই সরকারকে বাধ্য হইয়া এই আন্দোলন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তবে এই কথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, সরকার যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, অন্য কোন দেশে—বিশেষ যে সব দেশে স্বায়ত্ত-শাসন আছে সে সব দেশে—সে সব উপায় সরকার গ্রহণ করেন না। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য সে সব দেশের সরকার যে সব উপায় অবলম্বন করেন, সে সব—অনেক স্থলে—এদেশের সরকারের গৃহীত উপায় অপেক্ষা কঠোর। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই।

যাঁহারা এ দেশে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়া লোককে ইহাতে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝেন নাই, এইরূপ আন্দোলনে কতকগুলি বিশেষ দোষ থাকে। প্রথমতঃ ইহার প্রবর্ত্তকরা ভুল করেন যে, সরকারের কাজের প্রতিবাদে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য কতকগুলি আইন ভাঙ্গিলে সমাজের আর সকল দিক স্থির থাকে। সমাজের সকল অংশে পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতকগুলি আইন ভাঙ্গিলে সমাজের ধর্ম্ম ও অর্থনীতির দিকেও আঘাত লাগে। বাস্তবিক রাষ্ট্র সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং কলের নানা অংশ যেমন পরস্পরের সহিত যুক্ত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশও তেমনই; সুতরাং একটী নষ্ট হইলে অন্য গুলিতে কাজ বন্ধ হয়—শেষে সমগ্র সমাজই অচল হয় বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। যাঁহারা এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা কি দেখেন নাই, ইহার ফলে দেশে কি পরিমাণ ধন ও প্রাণ নষ্ট হইয়াছে?

প্রাণনাশের বিষয় একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যায়। সরকারের কাজের প্রতিবাদে কাণপুরে যে হরতাল করিবার চেষ্টা হয়, তাহার ফলে তথায় হিন্দু ও মুসলমানে বিষম বিবাদ বাধে এবং বহুলোক প্রাণ হারায় ও বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়। ভগত সিং ও তাহার দুইজন সঙ্গী হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অথচ তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা হয়। যে কংগ্রেস আপনাকে হিংসার বিরোধী বলিয়া পরিচয় দেয়, সেই কংগ্রেস কেন যে এই তিনজনের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। সে যাহাই হউক, এই তিন জনের ফাঁসী হয়। কাণপুরে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা হরতাল ঘটাইবার চেষ্টা করে এবং মুসলমান দোকানদারদিগকেও ভগত সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য দোকান পাট বন্ধ করিতে বলে। মুসলমান দোকানদাররা তাহাতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে ভয় দেখান হয়। ফলে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিয়া সারা সহরে ও সহরের বাহিরের গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। কয়দিন দাঙ্গা চলিতে থাকে এবং তাহাতে অনেকগুলি লোক প্রাণ হারায় ও অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। এ কথাও বলা যায় যে, লোককে ভয় দেখাইয়া আইন ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টায় নানাস্থানে হিন্দু মুসলমানে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যবসার ক্ষতির কথা না বলিলেও চলে। কারণ, এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে ব্যবসার যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

বাস্তবিক আইন-অমান্য আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে যে ভিত্তির উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাহাই নষ্ট করিতে চাহে এবং তাহা সমাজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কেন না, সমাজের লোকের সমবেত মত অনুসারে যে সব নিয়ম বা আইন হইয়াছে, এই আন্দোলন সেই সবই ভাঙ্গিবার জন্য লোককে বলে। সমাজের শৃঙ্খলা ও দেশের শান্তি আইনের ও আইনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে। যখন আইন ভাঙ্গা হয় ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করা হয়, তখন সমাজে আর শৃঙ্খলা থাকে না। তাই যখন আইন ভঙ্গের ভাব দেশে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দেশে ডাকাতী, নরহত্যা প্রভৃতি বাড়িয়া যায়। বাঙ্গালায় আমরা তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি ও করিতেছি। বাঙ্গালায় যে ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবক যুবতীরা ডাকাতীর সংস্রবে ধরা পড়িতেছে, মানুষকে হত্যা করিতেছে—যে সব পাপ লোক ঘৃণা করে সেই সব পাপ করিতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার মূলে ঐ আইন ভাঙ্গিবার প্রবৃত্তি আছে। সমাজের পক্ষে ইহা কিরূপ অনিষ্টকর তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে। ক্রমশঃ

বৈজ্ঞানিক রবার দ্রব্য।

রবার কুশন (বেড-সোর বা শয্যাক্ষত নিবারক) প্রত্যেকটী ৭৲

রবার গ্লোভস্ (অপারেশনে সার্জ্জেনের ব্যবহার্য্য) জোড়া ৩৲

ফিঙ্গার ষ্টল্ (আঙ্গুলে পরিবার জন্য) প্রত্যেকটী ।৵০

রবার ক্যাপ (গর্ভরোধক ও সংক্রামক রোগ নিবারক) ডজন ৩৲

রবার পেশারী (স্ত্রী-ব্যবহার্য্য—বড়, মধ্যম, ছোট) প্রত্যেকটী ২৲

বিস্তারিত মূল্য-তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

পি, বি, সাপ্লাই এজেন্সী,
পোষ্ট বক্স নং ১১৪০৪ কলিকাতা।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

হোমিও ঔষধ ! হোমিও ঔষধ !!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

কলোনিয়াল কুইনাইন কোম্পানীর

"পি, কিউ, পি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।
কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ ও দরের জন্য পত্র লিখুন।

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সংরক্ষণের অভিনব প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্মজনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কারখানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৭২ বি, বি।

সোল এজেণ্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

ইহার অমোঘ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

৫৬ বৎসরের পরীক্ষিত লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া জ্বর, বিষমজ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, দোকালীন জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়—কুইনাইন সদৃশ শক্তিশালী জ্বরঘ্ন এবং বলকারক গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত, সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

অমৃতাদি কষায়—ব্যবহারে জ্বর অবিলম্বে বিরাম প্রাপ্ত হয় এবং ইহা জ্বরের পুনরাক্রমণে বাধা প্রদান করে।

অমৃতাদি কষায়—যকৃতের উপর ক্রিয়া করে, পিত্ত নিঃসারিত করে; কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; বর্দ্ধিত প্লীহা এবং যকৃতের আকার হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরানয়ন করে; রক্ত পরিষ্কার করিয়া রোগীকে শক্তিশালী করে।

অমৃতাদি কষায়—ম্যালেরিয়া জ্বরের যাবতীয় বিষ সমূলে বিনষ্ট করিয়া শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দেয় এবং রোগীকে অতি সত্বর সুস্থ, সবল এবং কান্তিযুক্ত করে।

মূল্য প্রতি শিশি একপোয়া ১৲—অর্দ্ধপোয়া ॥০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নূতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

১। অমৃতার্ণব অবলেহ :—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত
ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিষ্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২৷০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স
১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

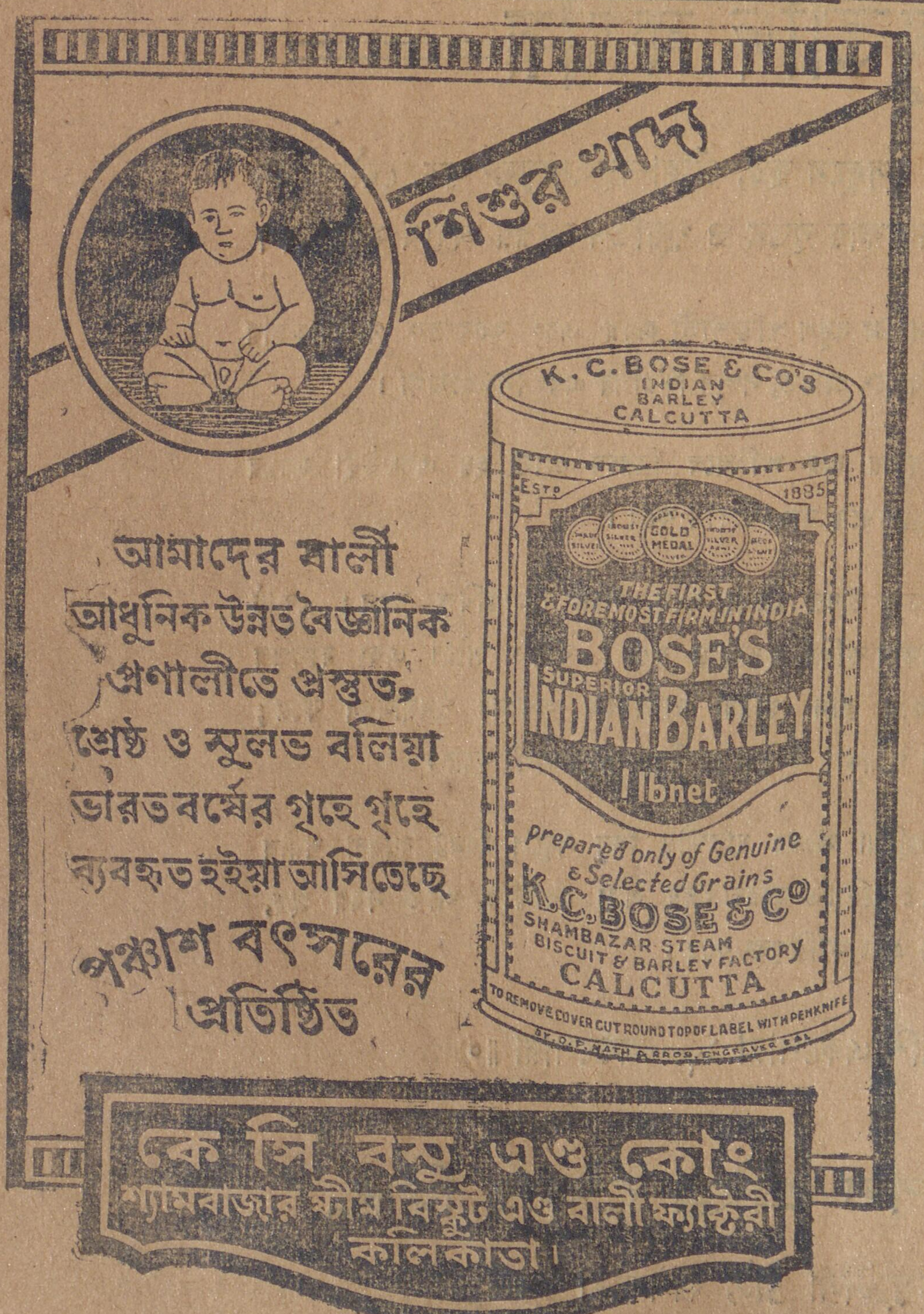

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, বাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলা কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ৷৶০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোবল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১৷০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেণ্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।